দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 JAN 1984 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 1 ...

00025

সহ শিক্ষা নিয়ে কিছু কিছু ভাবনা

সালমা শহীদ চৌধুরী

শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনাগরিক বিবেকবান ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমান মানুষ গড়ে তোলা, কিন্তু আজকাল অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা বলতে শুরু করেছেন যে আমাদের দেশে যে শিক্ষা চালু আছে তাতে শিক্ষিত হয়ে বাস্তব জীবনে খুব বেশী লাভবান হয় না। বরঞ্চ এই পুঁথিগত বিদ্যা অনেক সময় বাস্তব জীবনে মূল্যহীনরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফলে ছাত্ররা পড়াশুনা শেষে কোন কাজ না পেয়ে হতাশ ও নিরাশায় ভুগছে। এই হতাশা তাদেরকে ধীরে ধীরে অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবার কেউ কেউ বলছেন আমাদের দেশে সহশিক্ষা পরিধি বেড়েছে, নৈতিক অধঃপতন তার একটি কারণ। মেয়েরা আজ ছেলেদের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। মেয়েরা আজ ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে লেখাপড়া শিখবার চেষ্টা করছে। বহুস্থানে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থা না থাকায় তারা সহশিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে। উভয়ের মেলামেশার দরুন নানা অঘটন, অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অধঃপতনের মাত্রাও বেড়ে গেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অধঃপতনের পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। বর্তমানে আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপ, নৈতিকতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পরিবর্তন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অভাব ইত্যাদি নানা কারণ অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সহশিক্ষা ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বড় করে, উদার করে। সহশিক্ষায় যারা অভ্যস্ত তারা একটি মেয়ে দেখলেই প্রেমে হাবুডুবু খায় না। বরঞ্চ যারা মেয়েদের দেখে দূরে থাকে অর্থাৎ রক্ষণশীল পরিবার বা গ্রামের ছেলেরা যখন সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়, তখনই তারা সহপাঠিদের প্রেমে পড়েন বা অনেক অঘটন ঘটান। একথা মনে রাখতে হবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বয়ং আমাদের নবী বলেছেন যুগ উপযোগী আমাদের কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এযুগে মেয়েরা চাঁদে যাচ্ছে। বিজ্ঞানে বড় বড় অবদান রাখছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশেও সেই ঢেউ এসে লেগেছে। মেয়েরা আজ নানা ক্ষেত্রে নিয়োজিত। এমনকি গ্রামের মেয়েরা আজ দীপ্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। জাতির অর্ধেক হচ্ছে মেয়ে, তাই জাতির উন্নতির জন্য প্রতিটি মেয়েকে এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণের প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা অর্জন। সহশিক্ষা নারী-পুরুষকে পরবর্তী জীবনের ক্ষেত্রে গড়ে তোলার সাহায্য করছে। বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েদের একত্রে কাজ করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের যখন আলাদা করে রাখা যাবে না, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে আলাদা করে কোন লাভ নেই। একথা সত্য যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয় তখন তারা কিছুটা ম্যাচুরে অর্থাৎ তাদের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে। তখন তারা যে অন্যায় করে, জেনে শুনে বুঝে করে।

সহশিক্ষা কিছুটা ক্ষতিজনক হতে পারে স্কুল ছেলেমেয়েদের জন্য। কারণ তখন তাদের বুঝবার ক্ষমতা কম। আবেগ ও কল্পনা-দ্বারা প্রভাবিক বেশী হয়। কিন্তু কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতিজনক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহশিক্ষা তাদের পরবর্তী জীবনে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করে।

তারপর আমাদের মত দরিদ্রতম দেশের পক্ষে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ দু মুঠো ভাত কাপড়ের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পড়াতে অক্ষম। সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান, এটা কিছুটা অবাস্তব চিন্তা।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে তার মূল কারণ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দুর্নীতি এবং সামাজিক পরিবেশ। আমাদের সামাজিক পরিবেশকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসংখ্যা রোধ করতে হবে। ছেলেমেয়ে উভয়কেই নানা জনহিতকর কাজ ও খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে তুলতে হবে। তাহলে নৈতিক অধঃপতন রোধ সম্ভব। কারণ কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা। আমাদের দেশে লেখাপড়ার পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার পর সময় পায় এবং তাদের নিয়মমাফিক তেমন কিছু করার থাকে না। তাই তারা ভিসিআর দেখা, মেয়েদের সাথে প্রেমকরা, হাইজ্যাক করা, বা নানা বদঅভ্যাসের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। আমাদের ছেলেমেয়েদের অবসর সময়টুকু যাতে সুন্দরভাবে কাটাতে পারে সে ধরনের চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে দেশের লাভ হবে অপরপক্ষে ছেলেমেয়েরা লাভবান হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে যুবক সমাজের জন্য তেমন কোন সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা নেই। ফলে অনেক সময় যুবকরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সেটা অনেক সময় তাদের জন্য মঙ্গলজনক হয় না। যুব সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারলে অপরাধ প্রবণতা অনেক অংশে কমে যেতো। কিন্তু সেই সুযোগ ও সুবিধার সৃষ্টির জন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। কারণ এই যুবে সমাজই ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাদের অধঃপতন মানে গোটা সমাজের ক্ষতি এবং ভবিষ্যতে জাতির জন্য অমঙ্গলকর। দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে যুব সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের এই নৈতিক অবক্ষয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দূর করবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। শিক্ষার পরিবেশ দূষিত হবে। তাই মিছামিছি সহশিক্ষাকে দোষ দিয়ে আজ আর কোন লাভ নেই।

সহশিক্ষা নিয়ে যদি পাঠক-পাঠিকা কারো মনে কোন ভাবনা জাগে, যদি তাঁরা সে বিষয়ে আলোচনা করতে চান, আমরা সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

—সম্পাদিকা।